শ্রীশ্রীরাধামাধব বিজয়তে

শ্রীশ্রীগুরুস্মরণ দীপিকা

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

শ্রীশ্রীরাধামাধব সেবাকুঞ্জ

ভাগবতাচার্য্য ১০৮ শ্রী শ্রী শ্রীল শচীনন্দন গোস্বামী

প্রভুপাদের স্মরণে

দীন সেবক - শ্রী নরোত্তম গোস্বামী

প্রতাপনগর, পোঃ নবদ্বীপ, জেলাঃ নদীয়া, পিন - ৭৪১৩০২

পশ্চিমবঙ্গ

মোবাইল ঃ ০৯৮৭৪৮৬১৭৪৩

শ্রীরাধামাধব জিউ
শ্রীশ্রীগুরুকৃপাহি কেবলম্

সাবরণে শ্রীশ্রীগুরু বন্দনা -

বন্দে অহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদকমলং শ্রী গুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবম্ —
শ্রীরাধা কৃষ্ণ পাদান্ সহগণ ললিতাং শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ।।

প্রাতঃ স্মরণ - শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ ও শ্রী রাধামাধবের মূর্ত্তি হৃদয়ে চিন্তা করিয়া প্রণাম করতঃ গাত্র উত্থান করিয়া বিছানায় পূর্ব মুখে বসিবে।

তৎপরে —

গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর হে
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর হে
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর পাহিমাম্।
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর রক্ষমাম্।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহিমাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষমাম্।।
রাম রাঘব রাম রাঘব পাহিমাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষমাম্।।
বৈরাগ্য বিদ্যানিজভক্তি যোগশিক্ষার্থমেক পুরুষ পুরাণঃ
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরীর ধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে।।
স্মৃতে সকল কল্যাণভাজনং যত্রজায়তে।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্।।

ভূমি প্রণাম – ওঁ সমুদ্রে মেখলে দেবি! পর্ব্বত স্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণু পত্নি নমস্তভ্যং পাদ স্পর্শং ক্ষমস্বমে।।
তৎপরে শ্রীসূর্য্য ও তুলসী দেবীকে প্রণাম করিবে।

জাগরণ বিধি —

দ্বীপ জ্বালিয়া ঘন্টাবাদ্য করিয়া চরণ স্পর্শ করিয়া মন্ত্র বলিবে —

১। ওঁ উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গৌরাঙ্গো সর্পার্যদ জগৎপতে।
ত্বয়া চোত্থীয় মানেন চোত্থিতং ভুবনত্রয়ম্।।

২। গো-গোপ গোকুলানন্দ যশোদানন্দ নন্দন।
উত্তিষ্ঠ রাধয়া সার্দ্ধং প্রাতরাসী জগৎ পতে।।

তৎপরে মঙ্গল আরতি করিবে।

প্রাতঃকালে গুরুবন্দনা —

আশ্রয় করিয়া বন্দোঁ শ্রীগুরু চরণ।
যাহা হইতে মিলে ভাই কৃষ্ণ প্রেমধন।। (ধ্র)
জীবের নিস্তার লাগি নন্দ সুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরু রূপ ধরি।।
মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জান।
গুরু আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি মান।।
সত্যজ্ঞানে গুরু বাক্যে যাহার বিশ্বাস।
অবশ্য তাহার হয় ব্রজ ভূমে বাস।।
যার প্রতি গুরুদেব হন প্ররসন্ন।
কোন বিঘ্নে সেই নাহি হয় অবসন্ন।।
কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু রাখি বারে পারে।
গুরু রুষ্ট হ'লে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে।।
গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু হন পতি।
গুরু বিনা এ সংসারে নাহি আর গতি।।
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান না কর কখন।
গুরু নিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবন।।
গুরু নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে।
যথা হয় গুরু নিন্দা তথা না যাইবে।।
গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন।।
গুরু পাদ পদ্মে যার রহে নিষ্ঠা ভক্তি।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহা শক্তি।।

হেন গুরু পাদ পদ্ম করহ বন্দনা।
যাহা হইতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা।।
গুরুপাদ পদ্ম নিত্য যে করে বন্দন।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাহার চরণ।।
শ্রীগুরু চরণ পদ্ম হৃদে করি আশ।
শ্রীগুরু বন্দনা করে সনাতন দাস।।

শ্রীশ্রীগুরু সন্ধ্যা বন্দনা —

জয় জয় শ্রীগুরুপ্রেম কল্পতরু
অদভুতো যাঁকো প্রকাশ।
হিয়া আগে আন তিমির বরজ্ঞান্
সুচন্দ্র কিরণে করুনাশ।।
ইহ লোচন আনন্দ ধাম!
অযাচিত মো হেন পতিত হেরি যো পহুঁ
যাচি দেওল হরিনাম।।
এ দূর মতি অগতি সতত অসতে মতি
নাহি সুকৃতি অবলেশ।
নিরমল গৌর প্রেমরস সিঞ্চনে
পুরল সব মনো আশ।
সো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল
বোয়ত বৈষ্ণব দাস।।

সাধ্য মতো মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিবে।

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে।।

জল শুদ্ধি — পাত্রে বা কোষাতে জল তুলসী দিয়া মন্ত্র বলিবে।
ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব, গোদাবরি, সরস্বতী।
নর্ম্মদে, সিন্ধু, কাবেরি, জলে অস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।

আচমণ বা বিষ্ণু স্মরণঃ-

ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং
সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরা ততম্।।

তৎপরে -

নমো অপোবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতো অপিবা
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ।।

তিলক ধারণ মন্ত্র ঃ- ১। ললাটে ওঁ কেশবায় নমঃ, ২। উদরে ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ৩। বক্ষস্থলে ওঁ মাধবায় নমঃ, ৪। কণ্ঠে ওঁ গোবিন্দায় নমঃ, ৫) দক্ষিণ পার্শ্বে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ৬) দক্ষিণ বাহুতে ওঁ মধুসুদনায় নমঃ, ৭) দক্ষিণ স্কন্ধে ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ, ৮) বাম পার্শ্বে ওঁ বামনায় নমঃ, ৯) বাম বাহুতে ওঁ শ্রীধরায় নমঃ, ১০) বামস্কন্ধে ওঁ হৃষিকেশায় নমঃ, ১১) পৃষ্ঠে ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ, ১২) কটিতে ওঁ দামোদরায় নমঃ, ১৩) তৎপরে হস্তধৌত জল ওঁ বাসুদেবায় নমঃ বলিয়া মস্তকে দিবে।।

আসন শুদ্ধি ঃ আসন ধরিয়া মন্ত্র বলিবে।
ওঁ আসন মন্ত্রস্য মেরু পৃষ্ঠ ঋষিঃ সুলতংছন্দঃ
কুর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।

অনন্তর হাত জোড় করিয়া পাঠ করিবে-

ওঁ পৃথি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবীত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্।

পুষ্প শুদ্ধি ঃ চন্দন সহ পুষ্পগুলি স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে।
ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সম্ভবে।
পুষ্প চয়াবকীর্ণেচ হূং ফট্ স্বাহা।

আত্মধ্যান - দিব্য শ্রীহরিমান্দ্র রাঢ্য তিলকং কণ্ঠং সুমালান্বিতম্ বক্ষঃ শ্রী হরি নাম বর্ণ সুভগং শ্রীখণ্ড লিপ্তং পুনঃ। শুভ্রং সুক্ষং নবাম্বরং বিমলতাং নিত্যং বহন্তিং তনুম্ ধ্যায়েৎ শ্রীগুরু পাদ পদ্ম সকাসং সেবৎ সুকাঞ্চাত্মণঃ।।

তৎপরে বিশেষ ধ্যান করিবে।

চিন্ময় নবদ্বীপ যোগপীঠে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রত্ন মণ্ডপের উপর বসিয়া আছেন। দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীনিত্যানন্দ, বামপার্শ্বে শ্রীগদাধর চামর হস্তে ব্যাজন করিতেছেন। সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈত জোরহস্তে স্তব করিতেছেন, শ্রীবাস পন্ডিত সম্মুখের বামপার্শ্বে ছত্র ধারন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার নিম্ন বেদীতে শ্রীগুরুদেব বসিয়া আছেন। এইরূপ ধ্যাণপূর্বক স্বয়ং শ্রীগুরুদেবের নিকট বসিয়া তাহাকে (শ্রীগুরুদেবকে) যথাসাধ্য পুজো করিবে।

যথা-

এতৎ পাদ্যং শ্রীগুরুবে নমঃ
ইদমর্ঘ্যং শ্রীগুরুবে নমঃ
এতৎ আচমনীয় শ্রীগুরুবে নমঃ
এতৎ স্নানীয়ং শ্রীগুরুবে নমঃ
এতৎ অঙ্গ মার্জনীং শ্রীগুরুবে নমঃ
এতৎ পুনঃ আচমনীয়ং শ্রীগুরুবে নমঃ
এতৎ বস্ত্রং শ্রীগুরুবে নমঃ
ইদং স্বচন্দন গন্ধ পুষ্পং শ্রীগুরুবে নমঃ
এস ধূপ শ্রীগুরুবে নমঃ
এস দীপ শ্রীগুরুবে নমঃ

তৎপরে

এতে গন্ধ পুষ্প পরম গুরুবে নমঃ
এতে গন্ধ পুষ্প পরমেষ্ঠি গুরুবে নমঃ
এতে গন্ধ পুষ্প পরাৎপর গুরুবে নমঃ

গুরুপ্রণামঃ

ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ

তদনন্তর পঞ্চ তত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরাঙ্গের অর্শ্চনা করিবে।

ইদং আসনং ক্লীঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ
এতৎ পাদ্যং ক্লীঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ
ইদমর্ঘ্যং ক্লীঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ
ইদং আচমনীয়ং ক্লীঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ
ইদং স্নানীয়ং ক্লীঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

এতৎ গাত্র মার্জনীয় ক্লীঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ
এতৎ পুনঃ আচমনীং ক্লীঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ
এতৎ পরিধেয় বস্ত্রং ক্লীঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ
এতৎ গন্ধ পুষ্প ক্লীঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ
এতৎ স্বচন্দন তুলসীপত্রম্ ক্লীঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ
এষঃ ধূপ এষঃ দ্বীপ ক্লীঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ
এতৎ নৈবেদ্যম্ ক্লীঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

তৎপরে নৈবেদ্যর উপরে মহাপ্রভুর মন্ত্র ১০ বার জপ করিবে এবং মহাপ্রভুর প্রসাদ দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া তৎপ্রসাদ গদাধর শ্রীবাস তৎপ্রসাদ শ্রীরূপ সনাতন এবং তৎপ্রসাদ শ্রীগুরুদেব পাইলেন চিন্তা করিবে।

মহাপ্রভুর প্রণাম মন্ত্র ঃ

আনন্দ লীলাময় বিগ্রহায়, হেমাভ বিদ্যচ্ছবি সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরস প্রদায়, চৈতন্য চন্দ্রায় নমো নমস্তে।।

পূর্ব্বক্ত রূপে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে স্বর্ণ সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট ধ্যান করিয়া — অর্চ্চনা করিয়া দীক্ষার মন্ত্রে নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। তৎপ্রসাদ শ্রীরাধিকা ললিতা বিশাখা ও শ্রীগুরু মঞ্জরীকে অর্পণ করিবে।

তর্পণ ঃ পূজার আসনে বসিয়া কিঞ্চিৎ চরণামৃত গ্রহণপূর্বক দক্ষিণ হস্তের সহিত বাম হস্ত যোগ করত মন্ত্র পাঠ করিয়া ৩বার তর্পণ করিবে।

আব্রম্য ভুবনাল্লোকাঃ দেবর্ষি-পিতৃ মানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃ মাতামহাদয়ঃ
অতিত-কুল-কোটীনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাম্।
মদ্দত্ত পাদতোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্।।

পূজা সমাপ্তে আত্ম সমর্পন করিবে। হস্তে কিঞ্চিৎ জল লইয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীভগবানের শ্রীচরণ চিন্তা করিয়া ভূমিতে ফেলিবে।

হে নাথ! হে দয়িত! অপাথৈক বন্ধো।
প্রসীদ হে গৌর! হে করুনৈক সিন্ধো।।

ভবামি তে পদাব্জাশ্রয়ং দেহি দেহি।
জঘন্যং জনঞ্চ মাং শরণ্যং বিদেহি।।

তৎপরে যথাসাধ্য জপাদি করিয়া আচমনদিয়া আরতি করিবে।

গুরু মন্ত্র ঃ ওঁ ঐঁ হ্রীং শ্রীগুরুবেঃ স্বাহা। ১০বার।

গায়ত্রী ঃ ওঁ ঐঁ শ্রীগুরুদেবায় বিদ্মহে গৌর রূপায় ধীমহি
তন্নোগুরু প্রচোদয়াৎ ১০বার।

শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর মন্ত্র ঃ
ওঁ ক্লীঁ হ্রীং শ্রীঁ গৌরাঙ্গায় স্বাহা ১০বার।

গায়ত্রী ঃ ওঁ ক্লীঁ শচীনন্দায় বিদ্মহে বিশ্বম্ভরায় ধীমহি তন্নোগৌর
প্রচোদয়াৎ ১০বার।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্র ঃ ওঁ ক্লীঁ নিত্যানন্দায় স্বাহা। ১০বার

গায়ত্রী ঃ ওঁ ক্লীঁ নিত্যানন্দায় বিদ্মহে সংকর্ষণায় ধীমহি
তন্নোবলঃ প্রচোদয়াৎ ১০বার

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মন্ত্র ঃ ওঁ ক্লীঁ অদ্বৈতায় স্বাহা। ১০বার।

গায়ত্রী ঃ ওঁ ক্লীঁ অদ্বৈতায় বিদ্মহে মহাবিষ্ণুবে ধীমহি
তন্নো অদ্বৈত প্রচোদয়াৎ। ১০বার

শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতের মন্ত্র ঃ ওঁ ক্লীঁ গদাধরায় স্বাহা। ১০বার।

গায়ত্রী ঃ হ্রীঁ শ্রীঁ গদাধরায় বিদ্মহে শক্তাবেশায় ধীমহি
তন্নো লক্ষ্মী প্রচোদয়াৎ। ১০বার

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের মন্ত্র ঃ ওঁ শ্রীঁ শ্রীবাসায় স্বাহা। ১০বার।

গায়ত্রী ঃ ওঁ শ্রীঁ শ্রীবাসায় বিদ্মহে নারদ রূপায়
ধীমহি তন্নো ভক্ত প্রচোদয়াৎ। ১০বার।

পঞ্চতত্ত্বের প্রণাম মন্ত্র ঃ ওঁ পঞ্চ তত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকম্।
ভক্তাবতার ভক্তাখ্যাং নমামি ভক্ত শক্তিকম্।।

শ্রীশ্রীরাধারাণীর মন্ত্র ঃ রাঁ রাধিকায়ৈ স্বাহা। ১০বার।

গায়ত্রী ঃ রাঁ রাধিকায়ৈ বিদ্মহে প্রেম রূপায় ধীমহি
তন্নো রাধ প্রচোদয়াৎ। ১০বার।

কাম মন্ত্র বীজ ঃ ১। ক্লীঁ কাম দেবায় স্বাহা। ১০বার।
২। ক্লীঁ কুসুম বাণ শ্রীবৃন্দাবন শ্রীমন্মথায়

শ্রী গোবিন্দায় মাং কাম দেবায় কৃপয়াতুর।।

কামগায়ত্রী ঃ ক্লীঁ কাম দেবায় বিদ্মহে পুষ্পবানায়

ধীমহি তন্নোঅনঙ্গ প্রচোদয়াৎ। ১০৮ বার

তৎপরে দীক্ষার মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া নিম্নমন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে।

ওঁ গুহ্যতি গুহ্য গোপ্তাত্বং গৃহানাস্মৎ কৃতং।

জপম্ সিদ্ধির ভবতু মেদেব তৎ প্রসাদাৎ জর্নাদ্দন।।

শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম ঃ হে কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধো! দীনবন্ধো! জগৎপতে

গোপেশ! গোপিকাকান্ত! রাধাকান্ত! নমো হস্তুতে।।

শ্রীরাধার প্রণাম ঃ তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গি! রাধে! বৃন্দাবনেশ্বরি।

বৃষভানু সুতে দেবী ! ত্বং নমামি হরি-প্রিয়ে।।

গুরু প্রণাম ঃ ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারম্ ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্

তৎ পদম দোর্শিতং যেন তস্মই শ্রী গুরুবেঃ নমঃ।।

বৈষ্ণব প্রণাম ঃ বাঞ্ছাকল্প তরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

তুলসীর স্নান মন্ত্র ঃ ও গোবিন্দ বল্লভাং দেবীং জগচ্চৈতন্য কারিণীম্

স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িণীম্।।

তুলসীর প্রণাম মন্ত্র ঃ ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।

বিষ্ণু ভক্তি প্রদে দেবী সত্য বত্যৈ নমো নমঃ।।

শ্রীশ্রী সূর্য্যাঘ্যর মন্ত্র ঃ ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণু স্তেজসে।

জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে।।

উদমর্ঘ্যং ওঁ নমো ভগবতে শ্রী সূর্য্যায় নমঃ।।

শ্রীশ্রীসূর্য্যের প্রণাম ঃ ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।

ধ্বান্তারিং সর্ব্ব পাপঘ্নং প্রণতোঅস্মি দিবাকরম্।।

পিতৃ প্রণাম ঃ ওঁ পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা।।

মাতৃ প্রণাম ঃ গর্ভধারণ পোষনাংভ্যাং সর্ব্বেভ্যোস্তং গরিয়সী।

ধম্মার্থ কাম মোক্ষনাং মূলং মাতর্ণমোস্ততে।।

জপের মালার ধ্যান ঃ ওঁ ত্রিভঙ্গঁ ভঙ্গিঁমরূপং বেণুরন্ধ্রে করপল্লবে।

গোপীমণ্ডল মধ্যস্থং শোভিতং নন্দ-নন্দম্।।

জপের মালা ধারণ মন্ত্র ঃ অবিঘ্নং কুরুমালে। ত্বং হরিনাম-জপেযুচ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্দাস্যং দেহি মালে। তু প্রার্থয়ে।।
নাম চিন্তামণি-রূপং নামৈব পরমা গতি।
নাম্মঃ পরতরং নাস্তি তস্মান্নাম উপাস্মহে।।

মালা রাখার মন্ত্র ঃ নামযজ্ঞো মহাযজ্ঞঃ কলৌ কল্মষ-নাশনঃ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রীত্যর্থে নাম যজ্ঞ সমর্পণম্।।

মালা প্রার্থনা ও প্রণাম মন্ত্র ঃ

ওঁ পতিতং পাবণং নাম নিস্তারয় নরাধমম্।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্বরূপায় চৈতন্যায় মমো নমঃ।।
ত্বং মালে সর্ব্ব দেবানং সর্ব্বসিদ্ধি প্রদামতা।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল সেবা দেহি মালা তু প্রার্থয়ে।।

শ্রীশ্রী পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা পাঠের পূর্বে ঃ

জয় জয় নিত্যানন্দদ্বৈত গৌরাঙ্গ।
(নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ।।
জয় জয় নিত্যানন্দদ্বৈত গৌরাঙ্গ।)
জয় জয় যশোদা নন্দন শচীসূত গৌরচন্দ্র।
জয় জয় রোহিনীনন্দন বলরাম নিত্যানন্দ।।
জয় জয় মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ।।
জয় জয় স্বরূপ রূপ সনাতন রায় রামানন্দ।
জয় জয় খণ্ডবাসী নরহরি মুরারী মুকুন্দ।।
জয় জয় দ্বাদশ গোপাল আদি চৌষট্টি মহান্ত।
জয় জয় ছয় চক্রবর্ত্তী অষ্ট কবিরাজ চন্দ্র।।
জয় জয় পঞ্চ পুত্র সঙ্গে ভজে রায় ভবানন্দ।
জয় জয় তিন পত্র সঙ্গে নাচে সেন শিবানন্দ।।
জয় জয় কাশী মিশ্র সার্ব্বভৌম জয় প্রতাপ রুদ্র।
জয় জয় কানাই খুটিয়া শিখি মাহিতী গোপীনাথাচার্য্য।।
জয় জয় চন্দ্রশেখর তপন মিশ্র জয় প্রকাশানন্দ।।

জয় জয় ছোট বড় হরিদাস দাস গোবিন্দ।।
জয় জয় বাসুদেব ঘোষ আদি বসু রামানন্দ।
জয় জয় বসুধা জাহ্নবী প্রাণ গঙ্গাবীর চন্দ্র।।
জয় জয় নারায়ণী বৈকুণ্ঠ সুত বৃন্দাবন চন্দ্র।
জয় জয় কালীদাস ঝড়ুঠাকুর জয় উদ্ধারণ দত্ত।।
জয় জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বক্রেশ্বর পণ্ডিত।
জয় জয় রাঘব পণ্ডিত গদাধর দাস ভাগবতাচার্য্য।।
জয় জয় পরমেশ্বর দাস পুরী গোঁসাই জয় জগদানন্দ।
জয় জয় জগাই মাধাই চাপাল গোপাল জয় দেবানন্দ।
জয় জয় ভূ-গর্ভ শ্রীলোকনাথ জয় শ্যামানন্দ।
জয় জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রাণ রামচন্দ্র।
জয় জয় অভিরাম গৌরীদাস নন্দন আচার্য্য।
জয় জয় উড়িয়া গৌড়িয়া আদি যত ভক্তবৃন্দ।।
(তোমরা) সবাই মিলে কর দয়া আমি অতি মন্দ।
(কপট) কুটিনাটি ঘুচায়ে ভজাও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।।
(আমায়) সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে দেখাও শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ।
(আমার) নিশিদিশি হিয়ায় জাগাও শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ।।
যেন আকুল প্রাণে গাইতে পারি হা নিতাই গৌরাঙ্গ।।

পাঠের পরে "যুগল নাম" কীর্ত্তন করিতে হয়।

জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ।
রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ।।
জয় জয় শ্যামসুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র।
জয় জয় রাধারমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ।।
জয় জয় রাধাকান্ত রাধাবিনোদ শ্রীরাধা গোবিন্দ।
জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুল চন্দ্র।।
জয় জয় ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
জয় জয় শ্রীরূপ মঞ্জরী রতি মঞ্জরী অনঙ্গ।।
জয় জয় পৌর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বিরা বৃন্দা।
(স[illegible]) কৃপা করে দাও যুগল চরণারবিন্দ।।
যেন আকুল প্রাণে গাইতে পারি হা রাধে গোবিন্দ।
যেন বদন ভরে গাইতে পারি শ্রীরাধে গোবিন্দ।।

গৌর ভক্তের অন্তিম লালসা

হরি বলব আর মদন মোহন হেরব গো।
এইরূপে ব্রজের পথে চলব গো।।
যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর হব গো গোপীকার নুপুর।
তাঁদের চরণে মধুর মধুর বাজব গো।।
বিপিনে বিনোদ খেলা   সঙ্গেতে রাখালের মেলা
তাঁদের চরণের ধুলা মাখব গো।
রাধা-কৃষ্ণের রূপ-মাধুরী   হেরব দু'নয়ন ভরি
নিকুঞ্জের দ্বারে দ্বারী রহিব গো।
ব্রজবাসী! তোমরা সবে   এই অভিলাষ পুরাও এবে
আর কবে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনব গো।
এই দেহ অন্তিম কালে   রাখিব যমুনার জলে
জয় রাধে গোবিন্দ বলে ভাসব গো।
কহে নরোত্তম দাস   না পুরিল অভিলাষ
আর কবে ব্রজবাস করব গো।।

— পরিচয় পত্র —

প্রশ্ন ঃ কোন মন্ত্র?
উঃ কৃষ্ণ মন্ত্র।

প্রশ্ন ঃ কোন তিলক?
উঃ চম্পক কলিকা তিলক (তুলসী পত্র)

প্রশ্ন ঃ কোন পরিবার?
উঃ ঠাকুর মহাশয় পরিবার।

প্রশ্ন ঃ কোন সম্প্রদায়?
উঃ মধ্বাচার্য্য গৌড়ীয় সম্প্রদায়।

প্রশ্ন ঃ কোন শাখা?
উঃ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী গোস্বামী শাখা।

প্রশ্ন ঃ কোন সখীর অনুগত?
উঃ বিশাখা সখীর অনুগত।

শ্রীশ্রীরাধামাধব সেবাকুঞ্জ কর্ত্তৃক প্রকাশিত
মুদ্রণেঃ এম. এম. গ্রাফিক্স, পোড়াঘাট, [illegible]।